সম্পুর্ণ সত্য ঘটনা

১৮ই জুন মঙ্গলবার ঝাড়গ্রামে

নারীর হাতে ট্যাক্সি ড্রাইভার ডাকাত জব্দ

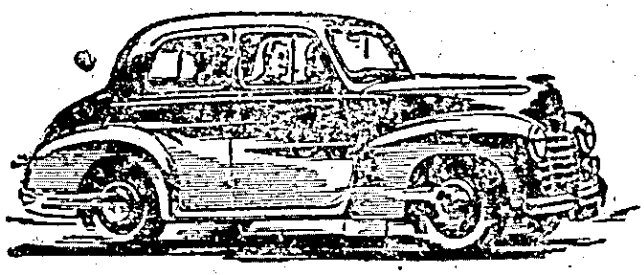

কবি — প্রবীণ কুমার রায়

প্রকাশক—মণীন্দ্রমোহন পণ্ডিত

নৈহাটি, ২৪ পরগণা

মুদ্রণে—টাউন প্রেস, ১৪/এ, দমদম রোড, জং কলি-৩০

৩০বি, শ্যামবাজারগামী বাস ষ্ট্যাণ্ডের নিকট।

কবিতা আরম্ভ

শুনুন এবার শ্রোতাগন শুনুন দিয়ে মন,
আশ্চর্য্য ঘটনা এক করিব বর্ণন।
কহিনী মিথ্যা নয় ২ সত্য হয় রাখিবেন স্মরণ,
নারীর হাতে ডাকাত জব্দ আশ্চর্য্য ঘটন।
জেলা মেদিনীপুর ২ নয়ক দূরে ঝাড়গ্রাম,
সেখানেতে বসত করে অনিল মিত্র নাম।
তার এক পুত্র ২ ছিল মাত্র নাম তার বিমল,
আই এ পাশ করিয়া শেষে চাকরী পায় কল।
ভরত চাকরী ২ জানতে পারি কলিকাতা সহরে,
অনিল মিত্র ছেলের জন্য মেয়ে পছন্দ করে।
মেদিনীপুরে সেই সহরে ভোলা মিত্র আছে,
তার একটি মেয়ে আছে বলি সবার কাছে।
নাম তার মিনাবালা রূপেরডালা দেবী তুল্য প্রায়,
গায়ক বলে পকেট সাবধান রাখিবেন সবায়।
বয়স কুড়ি হবে ২ শুনুন সবে তার বেশী নয়,
ক্লাস নাইনে পড়েন তিনি সবাকে জানাই।
আসিল বিয়ের দিন ২ শুভদিন বলে যায় ভাই,
মীনার সঙ্গে বিমল মিত্রের হল পরিণয়।
একটি বছর গেল ২ তখন হল একটি পুত্র তার,
আদর করে নাম রাখিল স্বপন কুমার।

এখন বলে যাই শুনুন ভাই যত শ্রোতাগণ,
বিমল মিত্র কলিকাতায় থাকত সর্ব্বক্ষণ।
স্ত্রী পুত্র নিয়ে ২ ভাড়া নিয়ে থাকে কলকাতায়,
মীনা বলে চল একদিন নিজেদের বাসায়।
বাবু ছুটি নিল ২ রওনা হল টাকা পয়সা নিয়ে,
মেদিনীপুরের গাড়ী ধরে বেলা ৬টায় গিয়ে।
রাত্র ৮টা যখন ২ পৌছে তখন ঝাড়গ্রাম গেল,
ভাল একটি ট্যাক্সী দেখে ভাড়া করে নিল।
স্ত্রী পুত্র নিয়ে ২ উঠে গিয়ে ট্যাক্সীর মাঝার,
স্ত্রীর গায় ছিল বহু সোনার অলঙ্কার।
ড্রাইভার গুণ্ডা ছিল ২ না চিনিল বিমল মিত্র হায়,
ভো ভো করে ট্যাক্সী দেখি ছুটে চলে যায়।
এই বাবুর পত্নী ২ বুদ্ধিমতী দেখতে আমি পাই,
কেমন করে ট্যাক্সী চালক খুন করে জানাই।
তার সাহস অতি ২ ছিল সতী বুদ্ধি পাকা ছিল,
বুদ্ধি করে ডাকাতেয়ে জব্দ সে করিল।
এদিকে রাত্র যখন ২ পৌছে তখন গ্রামের দিকে গেল
সিগারেট খাবে বলে বাবু পকেটে হাত দিল।
রাস্তা নির্জন অতি ২ নাই বসতি দুই পাশে মাঠ,
এমনি স্থানে বাবুর দেখি ঘটিল বিভ্রাট।

তারা গাড়ী চড়ে ২ কিছুদূরে যখন আসিল,
পথের মধ্যে পানের দোকান দেখিতে পাইল।
তখন ড্রাইভারকে ২ বলে ডেকে দাঁড়াও একটু ভাই,
সিগারেট আমার কিনতে হবে একটিও কাছে নাই।
ট্যাক্সী দাঁড়াইল ২ বাবু গেল সিগারেট কিনিবার,
এই সুযোগে কি হইল শুনুন সমাচার।
ড্রাইভার কুবুদ্ধি করে ২ দেয় ছেড়ে ট্যাক্সীটি তখন,
বাচ্চাটি কেটে বৌটি নিয়ে করবে পলায়ন।
বাবু থামাও বলে চীৎকার দিলে করে হায় হায়,
দাড়াও দাড়াও বলে বাবু পিছনে দৌড়ায়।
এদিকে দুরাচারে ২ জঙ্গল ধারে গাড়ী থামাইল,
ছোড়া দেখিয়ে মীনাকে তখন জঙ্গলে টেনে নিয়া।
মীনা নিরূপায় ২ কোথা যায় ড্রাইভারকে বলে,
চির সঙ্গিনী হব তোমার আমাকে বাঁচালে।
তখন ড্রাইভার বলে তাহা হইলে ছেলেকে কাটিব,
ছেলেকে কাটিয়া দুজন এক সঙ্গে থাকিব।
তখন মীনা বলে কাটিবে ছেলে রক্ত লাগবে জামায়,
পথের মধ্যে সন্দেহ করে ধরে যদি তোমায়।
তার চেয়ে কাজ কর জামা কাপড় খুলে রেখে দিয়ে,
গামছা পরে এই ছেলেকে কাট তুমি গিয়ে।

ড্রাইভার ভাবে তখন বউটি যখন আমার সাথে যাবে,
ভাল বুদ্ধি দিয়েছ আমায় জামা খুলতে হবে।
ছোরা নীচে রেখে মনের সুখে জামা খুলতে যায়,
এই সুযোগে মীনাবালা সুযোগ দেখি পায়।
মীনা ছোরা তুলে ২ ঘাই দিলে ড্রাইভারের পেটে,
ঘাই খেয়ে ড্রাইভার চীৎকার দিয়ে উঠে।
বলে বাপরে বাপ কর মাপ জীবনটা যে গেল,
ভূমিতে পড়িয়া দুষ্ট লুটাতে লাগিল।
এদিকে বুদ্ধিমতী ২ শীঘ্রগতি ছেলেটিকে নিয়ে,
ছুটিয়া চলিল তখন রাস্তার উপর দিয়ে।
এদিকে বিমল বাবু হয়ে কাবু দৌড়াতে লাগিল,
পিছু পিছু বহু লোক ছুটিয়া আসিল।
তারা সবে মিলে ছুটে চলে ডাকাত ধরিতে,
লাঠি বল্লম নিল প্রচুর দেখি তাদের সাথে।
এদিকে দুষ্ট ডাকাত ২ পেয়ে আঘাত ছটফট করে,
ধরা পরার ভয়ে তখন হুস তার ফিরে।
হয়ে আহত ২ পেটে ক্ষত ড্রাইভার বেটা ভাই,
জঙ্গল পথে ছুটে পালায় দেখিবারে পাই।
এদিকে গ্রামের সবে ২ এল যবে ঘটনা স্থলেতে
ড্রাইভারকে নাহি পায় খুজে কোনমতে।

তখন ট্যাক্‌সী নিয়ে চলে ধেয়ে থানার মাঝারে,
থানাতে যাইয়া শুনি দিল এজাহার।
ধরতে আসামীকে ২ দিকে দিকে ওয়ারেণ্ট গেল,
দুদিন পরে সেই আসামী ধরা যে পড়িল।
তখন এরেষ্ট করে ২ দিল তাকে জেল হাসপাতালে.
তারপরে কোর্টে তার-মামলা দেখি চলে।
এদিকে হাসপাতালে ২ কালে কালে ভাল হয়ে ওঠে,
মামলা দেখতে হাজার হাজার লোক দেখি জোটে।
এবার জেলখানাতে ২ শতেশতে আসামী মাঝে,
ট্যাক্‌সী ড্রাইভার দাঁড়াইল দেখি ছদ্ম সাজে।
তখন বধু-সতী ২ দক্ষ অতি দেখায় তারে ধরে,
হাজার আসামীর সনাক্ত যে করে।
তখন জুরিগণ ২ বিচক্ষণ দোষী যে করিল,
হাকিম সাহেব রায় তখন লিখিয়া যে দিল;
বলে যাবজ্জীবন ২ শুন এখন কারাদণ্ড রায়,
সরকার হতে মীনাবালা পুরস্কার পায়।
পেল দুশো টাকা বুদ্ধি পাকা বীর আখ্যা পেল,
বংলার নারী তাইত মোদের এত গর্ব্ব হল।
আজকের নারী যারা ২ যেন তারা এমনি বুদ্ধি রাখে,
তাহলে পড়বে না কোনদিন বিপদের মুখে।
আমি এই পর্য্যন্ত দিলাম ক্ষান্ত কবিতা লিখন;
প্রবীন কুমার নামটি আমার রাখিবেন স্মরণ।

আহাম্মকের চিড়িয়াখানা

আহাম্মক এক-যেজন রাস্তায় চলতে খালি রাখে ট্যাক
অআহাম্মক দুই--যেজন সখ করে চালে তুলে পুই।
আহাম্মক তিন—যেজন ছোট লোকের কাছে করে ঋণ,
আহাম্মক চার—যেজন স্ত্রীর কথায় মাকে দেয় মার।
আহম্মক পাঁচ—যেজন পরের পুকুরে ছাড়ে মাছ,
আহম্মক ছয়—যেজন ঘর জামাতা শ্বশুর বাড়ী রয়।
আহম্মক সাত—স্ত্রীর সঙ্গে ঝগড়া করে খায়না ভাত
আহম্মক আট—যেজন ধানের জমি বেচে করে খাট
আহম্মক নয়—যেজন ঘরের কথা পরের কাছে কয়
আহম্মক দশ—যেজন হয় স্ত্রীর কথায় বশ
আহম্মক এগায় নম্বর আছে মহাশয়;
যেজন বাড়ীর কাছে কন্যা বিয়ে দেয়।
আহম্মক বার নম্বর শুনুন সর্ব্বজন,
যেজন পরের আশায় থাকে সর্ব্বক্ষণ।
আহম্মক তের নম্বর বলিব হেথায়
যেজন ধার দিয়া ধার করিতে যায়।
আহাম্মক চৌদ্দ নম্বর আছে আমি বলি,
পরের ঝগড়ার কথা বলে খায় গালি।
আহাম্মক পনের দেখি যে নজরে,
যে টিকিট ছাড়া রেল গাড়ী চড়ে।

আহাম্মক ষোল নম্বর দেখে হাসি পায়;
যেজন বৃদ্ধকালে বিয়ে করতে যায়।
আহম্মক সতের নম্বর বলি তার পরে,
যেজন দলিলপত্র রাখে পরের ঘরে।
আহাম্মক আঠার নম্বর বলব আর কাকে,
যেজন বাল্‌তী ব্যাগে টাকার ব্যাগ রাখে।
আহাম্মক উনিশ নম্বর আছে মোর দেশে,
যেজন জমি থাকতে পরের জমি চষে।
আহাম্মক কুড়ি নম্বর শুনুন সমুদয়,
যেজন ছাড়া ট্রেন দৌড়ে উঠতে যায়।
আহাম্মক একুশ নম্বর কি বলিব তার,
যেজন জাত ছাপায়ে বড় হতে যায়।
আহম্মক বাইশ নম্বর শুনুন শ্রোতাবরে,
যেজন নদীর কুলে বসত বাটী করে।
আহাম্মক তেইশ নম্বর হাসে সবাই দেখে,
যেজন বাড়ী ছেড়ে পরের ঘরে থাকে।
আহাম্মক চব্বিশ নম্বর দেখুন ভাল করে,
যেজন সখ করে পরের সোনা পরে।
আহাম্মক পচিশ নম্বর আছে এই দেশে,
যেজন ভাই বিনে ভাগ্নাকে পোষে।